33

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 28 APR 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

শিক্ষাঙ্গন

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী স্টাডিজ বিভাগ চাই

বন্দর নগরী চট্টগ্রাম বাংলাদেশের বাণিজ্যিক রাজধানী। তদুপরী বাংলাদেশের বৃহত্তর বিভাগ। সুতরাং চট্টগ্রামে অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়টি পূর্ণাঙ্গ এবং এতে বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত সমস্ত বিষয় থাকবে এটাই স্বাভাবিক। চট্টগ্রাম বিভাগে তুলনামূলকভাবে অনার্স কলেজও কম।

ইসলামপ্রিয় চট্টগ্রামবাসী ছাত্র সমাজের বহু দিনের আকাঙ্ক্ষা, অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মত, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়েও আলাদা ইসলামী স্টাডিজ বিভাগ খোলা হোক। পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় হওয়া সত্ত্বেও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী স্টাডিজ বিভাগ অন্য একটি বিভাগের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। এ বিভাগের একটি 'ব্যাচ' তাদের ফাইনাল পরীক্ষা শেষ করে ফলাফলের আশায় অপেক্ষ্যমাণ থাকলেও কর্তৃপক্ষ তাদের সার্টিফিকেট ইস্যুর জন্য আলাদা বিভাগ খোলছেন না। অতএব সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট আকুল আবেদন অনতি বিলম্বে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী স্টাডিজ-এর আলাদা বিভাগ খুলে ছাত্র সমাজের প্রাণের দাবী পুরণ করা হোক।

—আশিকুল আমীন,
২৩৬, শাহজালাল হল,
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার চাই

বাংলাদেশে সাধারণ শিক্ষার সাথে মাদ্রাসা শিক্ষাকে সমমান ঘোষণা করা হয়েছে, এটা অবশ্যই প্রশংসনীয়। কিন্তু সরকার সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে যে উদারনীতি গ্রহণ করেছে, তা কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়নি। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে বিনামূল্যে বই বিতরণ করা হয়, মাধ্যমিক পর্যায়ে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রীদের বেতন মওকুফ করা হয়েছে, বিএ পাস ছাত্র-ছাত্রীরা বিসিএস পরীক্ষাই অংশগ্রহণ করতে পারে। পাশাপাশি মাদ্রাসাগুলোতে প্রাথমিক পর্যায়ে কোন বই বিতরণ করা হয়নি, মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রীদের বেতন মওকুফ করার চিন্তা-ভাবনা সরকারের আছে বলে মনে হয় না এবং ফাজিল পাসকে বিএ পাস-এর সমমান ঘোষণা করা হলেও ফাজিল পাস ছাত্ররা বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারে না এবং এমএ-তেও ভর্তি হতে পারে না। এরূপ সমমান ঘোষণা করার মধ্যে সরকারের কি কৌশল আছে তা আমাদের বোধগম্য নয়। অথচ এর দরুন মাদ্রাসার হাজার হাজার ছাত্রের ভবিষ্যত হয়ে পড়েছে অনিশ্চিত। এ ব্যাপারে আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় তথা সরকারের নিকট দাবী জানাচ্ছি।

মোঃ সাইফুল ইসলাম (মুকুল)
গ্রাম- গাবতলী,
থানা- কালিয়াকৈর,
জেলা- গাজীপুর।